তারিখ ২৬/৯/২০০০
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
207

দৈনিক ইনকিলাব

অবাস্তব ও অমানবিক পাঠ্যক্রম, পরীক্ষায় নকল ও আওয়ামী দুঃশাসনের বাস্তি

আবু নসর ওয়াহিদ

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটা এখন ব্যবসার পণ্যে পরিণত হয়েছে। শিক্ষা ব্যবসাটা স্বাভাবিকভাবেই মেধাবীদের একচেটিয়া। এই মেধাবীরাই এখন বাংলাদেশের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মনে করি, দেশের ছাত্র সংখ্যা ৬০ লাখ। এর মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ হিসাবে মেধাবী ছাত্র সংখ্যা ৩ লাখ বাদ দিলে বাকি ৫৭ লাখ ছাত্রছাত্রী হলো গড় মেধা বা নিম্নমেধা শ্রেণীর অন্তর্গত। যে যত কথাই বলুক– এটা একটা নিরেট সত্য যে, অধ্যবসায়ের দ্বারা মেধার যে উৎকর্ষ সাধিত হয় সেটা খুবই সীমাবদ্ধ। দেশের শিক্ষানীতি জাতির কাছ থেকে যে মেধা দাবী করছে সেটা অধ্যবসায়ের মাধ্যমে হাসিল করা অসম্ভব ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ প্রত্যাশা। শিক্ষানীতিবিদরা মেধাবী বলেই এমন অবাস্তব জিনিস জাতির কাছে দাবী করে বসে আছেন এবং ঐ আলোকে কাজ করে যাচ্ছেন। এই অবস্থাটাই হলো অমানবিক এবং এরই আবর্তে পড়ে ৫৭ লাখ অসহায় ছাত্রছাত্রী নিষ্পেষিত হচ্ছে। তারা এটা না বুঝেন এমন নয়। কিন্তু এই অমানবিক পরিস্থিতি ঘটিয়ে তারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করেছেন। এটা প্রমাণ করা যায় বিষয়ভিত্তিক আলোচনা দিয়ে।

প্রথমেই গণিতের ব্যাপারটা ধরুন। আমার মনে হয় ১৯৮০ সাল পর্যন্ত গণিতের মধ্যে পাটিগণিতের একটা অংশ থাকত। আমাদের সময় পাটিগণিতের জন্য ৬০ নম্বর বরাদ্দ থাকত। বাকি ৪০-এর ২৫ থাকত বীজগণিতের জন্য এবং ১৫ থাকত জ্যামিতির জন্য। মানবিক কারণেই এই ব্যবস্থাটা ছিল। কারণ বীজগণিতের চেয়ে পাটিগণিত বহুলাংশে সহজবোধ্য এবং ব্যবহারিক জীবনেও পাটিগণিত হলো প্রধান মাধ্যম। বর্তমানের ৫৭ লাখ অসহায় ছাত্রছাত্রীর জন্য এই ব্যবস্থা ছিল মানবিক। এই পাটিগণিতকে ভরসা করে এই অভাগা ৫৭ লাখ ছাত্রছাত্রীর একটা ব্যবস্থা হতো। বর্তমানে এই মেধাবীরা আন্দোলন করে পাঠ্যতালিকা থেকে পাটিগণিতকে নির্বাসন দিয়ে মানবতাকে পর্যুদস্ত করেছে। বর্তমানে যা আছে সেটা একটা খোলসের মত। ভেতরে সবটাই বীজগণিত। শুধু তাই নয়, এসএসসি শ্রেণীতে ঢোকানো হয়েছে লগারিদম ও ত্রিকোণমিতি নামক দুই আপদ। আমরা জানি, এসএসসি পাস করার পর শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রী বাণিজ্য বা কলা বিভাগে পড়তে চলে যায়। যেখানে গণিতের গন্ধও নেই। বাণিজ্য শাখায় যা কিছু আছে সবটাই পাটিগণিত সম্বন্ধীয়। অথচ এসএসসিতে দুরূহ প্রকৃতির বীজগণিতীয় সমস্যা এবং ত্রিকোণমিতি ঢোকানো হয়েছে। কার স্বার্থে এটা করা হলো? বীজগণিতে Show that, Prove that এবং মান নির্ণয় কর এগুলো হলো অত্যন্ত উঁচুমানের বিষয়বস্তু। বীজগণিতের পূর্ণ ছবিটা মনের পর্দায় ভাসা না থাকলে এসমস্ত দুরূহ বিষয় সমাধান করা অসম্ভব। এই বিষয়গুলো ৫৭ লাখ ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রকৃতিগতভাবেই সম্ভব নয়। অথচ এই সমস্ত বিষয় দিয়ে গণিত বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো পূর্ণ করে রাখা হয়েছে। এটা একটা অমানবিক অনাচার। এই অনাচারের পক্ষে প্রণেতারা কিছু সাফাই গেয়েছেন। তারা বলছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনে এই কর্মগুলো করতে হয়েছে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা হলো, যে ৫৭ লাখ ছাত্র বিজ্ঞানী হবে না, বিজ্ঞানের দরজা যাদের জন্য মেধাবীরা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে তাদের ঘাড়ে কেন এই সমস্ত অনাবশ্যক, [illegible] চাপিয়ে দেয়া হলো? যারা বিষয়টার গভীরে যেতে চান তারা দয়া করে চলতি গণিত পুস্তকের যে সমস্ত নোট বাজারে বিক্রয় হয় লাইব্রেরীতে গিয়ে একটা নোট ৫ মিনিটের জন্য হাতে নিয়ে পৃষ্ঠাগুলো উল্টালেই দেখতে পাবেন এর রূপ। ঐ [illegible] মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয় আয়ত্তে আনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ কথা বাদ দিয়েও বলতে হয় যে, এই ৫৭ লাখ ছাত্র যারা এসএসসির পর কলা ও বাণিজ্য বিভাগে পড়তে যাবে তাদের জীবনেও এই সমস্ত বস্তুর সঙ্গে দেখা হবে না, দেখা হবার প্রয়োজনও নেই। আমি একজন পেশাদার হিসাববিদ হিসেবেই কথাটা বলছি। সুতরাং আমি বলছি যে, এই ৫৭ লাখ ছাত্রকে গণিতের এই বিকট ও ফালতু জালে ফাঁসানোটা সম্পূর্ণভাবে অমানবিক ও ষড়যন্ত্রমূলক। মহামান্য প্রেসিডেন্ট জনাব সাহাবুদ্দীন আহম্মদ সাহেবকে আমাদের ক্লাসে আদর্শ ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিতেন তখনকার স্কুলের হেড মাস্টার বাবু। উনি নান্দাইল চন্ডিপাশা হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে আমিও তখন ঐ স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। মহামান্য প্রেসিডেন্ট দেশে পরীক্ষায় নকল নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন এবং অনেকটা ছাত্রদেরই দায়ী করেন। কিন্তু আমি আমার এই প্রবন্ধের উপাদানগুলোর প্রতি তার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে [illegible] মেধাবী ছাত্র হিসেবে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মহোদয় তার মেট্রিকুলেশন শ্রেণীতে এমন ভয়ঙ্কর পাঠ্যসূচী নিশ্চয় দেখেননি। অথচ এগুলোর অস্তিত্ব বিজ্ঞান জগতে তখনও ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এই ৬০ লাখ ছাত্রকে [illegible]

শুধু তাই নয়। আর এক বিপত্তি হয়েছে গণিত বই লেখার চং। শিক্ষা দানের চেয়ে পান্ডিত্য জাহির করাই যেন বইটি লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ফুটছে। 'হিংটিং চট'-এর মত এমন সব দুরূহ পান্ডিত্য প্রকাশ [illegible] এসমস্ত বাচ্চাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। এমন সমস্ত দুরূহ ব্যাখ্যা দিয়ে বই-এর কলেবর বাড়িয়ে ছাত্রদের আর্থিক ক্ষতি করার চেয়ে বেশী করে অনুশীলন দেয়া অধিক লাভজনক হতো। কারণ ব্যাখ্যা দেবার জন্য রয়েছে স্কুল শিক্ষক। লিখতে গেলে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কাদের জন্য লেখা হচ্ছে এবং তাদের কাছে সহজবোধ্য হবে কিনা। এই নীতিটা প্রায় পাঠ্য পুস্তকে সতর্কতার সাথে বিবর্জিত।

এবার ইংরেজীর বৃত্তান্ত শুনুন। বাহাত্তরের কিছু বাহাত্তুরে মস্তান মূর্খ কিছু কিছু সরকারী উঁচু পদ জবর-দখল করে নিলো। এদের ইংরেজী জ্ঞানের বহর দেখে অফিসের কর্মচারীরা হাসত। এই বাংলা চালু করল সরকারী পর্যায়ে। এটাকে যারা ভুল পদক্ষেপ বলত তাদের রাজাকার চিহ্নিত করে মুখ বন্ধ করে দেয়া হলো। ঐ মস্তানদের দাপটে এদেশে ইংরেজী ভাষাকে একবারে তৃতীয় পর্যায়ে নামিয়ে দেয়া হলো। এই অনাচারের মধ্য দিয়ে দশটি বছরও গেল না পত্রিকার সংবাদ বেরুল যে, সরকারী কর্মকর্তাদের ইংরেজী জ্ঞানের অভাবে দেশে বৈদেশিক সাহায্য কমে গেছে। অর্থাৎ পেটের ভাতে টান পড়েছে। সেই সঙ্গে দেশে ইংরেজী শিক্ষকও নেই। আর যার [illegible] এসএসসি শ্রেণীর ছাত্রদের উপর ইংরেজী জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা একটা অমানবিক ব্যবস্থা। কারণ ইংরেজী শিখতে হচ্ছে পেটের দায়ে। যেহেতু সরকারী কর্মকর্তা পদে ডিগ্রীধারীদের ছাড়া প্রবেশাধিকার নেই সেহেতু ইংরেজী শিক্ষাটা ডিগ্রী শ্রেণী পর্যন্ত সমভাবে বন্টন করে দেয়া প্রয়োজন। তা না করে একজন বাংলাদেশীকে এসএসসি শ্রেণীতে ইংরেজ বানাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে কার স্বার্থে?

শুধু তাই নয়, লাখ লাখ টাকা খরচা করে সরকার ইংরেজী বই লিখিয়েছে। তাতে রয়েছে ভ্রান্তি। আর এই সমস্ত বই এমনভাবেই লেখানো হয়েছে যে জুয়ার ছক আর আবর্জনার পাহাড় ছাড়া আর কিছুই নয়। (১) নবম ও দশম শ্রেণীর ইংরেজী সাহিত্যের লেসন ৩-এর ৭নং প্রশ্নের (h) নং বাক্যটির শুদ্ধরূপ হবে Can you tell me how many girls there were in your class? (were) শব্দটি (there) শব্দের পরে বসবে। একই পুস্তকের লেসন ৫ অংশেও ভুল আছে। শুধু তাই নয়। বইটির উদ্দেশ্য কি তা ছাত্র বুঝবে দূরের কথা ছাত্রের বাপ-দাদাও বোঝে না। জুয়ার ছকের মত করে 'সত্য মিথ্যা' বসাও, 'শব্দের শব্দে মিল করে বসাও' এমন ধরনের কথা আছে। এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর যে ছাত্রের জানা আছে সে দেবে, আর যাদের জানা নেই তারাও দেবে, [illegible] 'ঝড়ে বক মরার' মত কিছু কিছু শুদ্ধ হয়ে যাবেই। এতে না জেনেও ছাত্ররা নম্বর পেয়ে যাচ্ছে। এটা জুয়াজুরির অবস্থা হলো না? কেন এমন সব ঘৃণ্য ব্যবস্থা? কার স্বার্থে? গ্রামার চর্চা সাহিত্য বই-এ আসল কেন? [illegible] বই [illegible] পাঠ্য করা হয়। তার মধ্যেই তো গ্রামার শিক্ষা আছে। এ দেশে গ্রামার জানে এমন শিক্ষক কোন পর্যায়েই খুব বেশী নেই। এর ফলে Spoken English শেখাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসমস্ত হলো ব্যবসায়ী ষড়যন্ত্র। সুযোগ [illegible] কোচিংওয়ালা আর এক পক্ষ। ইংরেজী সাহিত্যে গ্রামার চর্চার ভঙ্গি দেখে তারা ছাত্রদেরকে বোঝাচ্ছে যে, গ্রামার ভুলে দেয়া হয়েছে। আমার বাসার মাসিক ১২০০ টাকার কোচিংওয়ালা আমার নাতিকে তাই বোঝাল।

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আর কি বলব। এই ভাষার উপর দুই-দুইটি পেপার ছাত্রদেরকে শুনতে হয়। এর যুপকাষ্ঠে পাইকারী আর খুচরা মিলিয়ে নাকি এ পর্যন্ত ৩৫ লাখ বলি হয়েছে। এর পরও মাতৃভাষার সামর্থ্য হলো না সন্তানের মুখের গ্রাস যোগাতে। নিজের পিপড়াকে হাতি মনে করলেই কি আর হাতি হয়ে যায়? বাংলা ভাষাকে নিয়ে ইংরেজী শিখতে পারে না সন্তানরা আর ব্লুফিল্মের মত যারা বু উপন্যাস লিখে পেটের ভাত যোগায় তারাই এটা করেছে। যে ক্ষেত্রে পেত এখন সঙ্গে করে বাংলা টাইপও শিখতে হচ্ছে একই চাকরির জন্য। অথচ বেতন কিন্তু ঐ সাবেক ইংরেজীর। বুঝলেন তো বাংলা ভাষা কারো জন্য পৌষ মাস আর কারো জন্য সর্বনাশ।

সার্টিফিপি
সার্টিফিপি
ইংরেজী
কিন্তু প্র
কেন?
হচ্ছে
করা।
যথেষ্ট
থাকবে
নম্বরে
কি? ক
সোম
আড্ড
কি?
মুখের
সাহি
আর
সাহি
কবির
ফলট
পিয়ে
পাঠ্য
হয়ে
উঠে
শুধু
ব্যক্তি
জন্য
হিস
পাস
পাট
হিসা
এসা
যুক্তি
'এব
হিস
'উ
মান
পা
যো
ব্যা
বি
এ
F
চা
ছা
কা
প
চি
ছা
কা
প

ন ঘোষ

কয়েকবার আমাদের নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য হয়েছেন। এখনও তিনি স সদস্য ও জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীব

একজন জাতীয় নেতা, কিন্তু তিনি কি ব পারবেন তার নির্বাচনী এলাকায় ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড-এর একটিও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করেছেন? করেননি। ইটনা, মিটামইন অষ্টগ্রামের এখনও অবকাঠামোগত উন্নয় ছাপ পড়েনি। চামড়ার বন্দরের পর গোট

এলাকার রাস্তাঘাট শূন্য। বর্ষার পাগলা ঢেউয়ে মানুষের বাস্তুভিটা ভেঙ্গে যায়। ভেড়িবাঁধ ভেঙ্গে ফসলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ অভাবের তাড়নায় ঢাকায় পাড়ি জমায়। সেখানে অলি-গলি, বস্তিতে অমানুষের জীবন কাটায়। গণমানুষের জীবনঘনিষ্ঠ এসব সমস্যার ডেপুটি স্পীকার আবদুল হামিদ মুখ তুলে তাকাননি। এলাকার মানুষের সাহায্য এব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দলমত নির্বিশেষে যারাই উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ডেপুটি স্পীকার আবদুল হামি সুনজরে দেখেননি। শত্রুজ্ঞান করেছেন। এলাকায় মানুষের ভোটে নেতা হয়ে ঢাকা বসে তিনি নেতাগিরি করেছেন। এলাকায়

বিজ্ঞান

নিখুঁত ছবি তুলতে নতুন ক্যামেরা

ছবি তোলার জন্য অনেক আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে ক্যামেরা। কিন্তু শক্তিশালী অপটিক্যাল ও লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লেসম্প ক্যামেরা এই প্রথম অলিম্পাস কোম্পানী বাজারে ছাড়ছে– যা সবচেয়ে নিখুঁত ছবি তুলতে সক্ষম। 'সি-২৫০০ এল' নামের ক্যামেরাটি ২.৫ মিলিয়ন পিক্সেল সিসিডি (CCD) এবং চমৎকার ১৭১২X১৩৬৮ রেজুলেশন সম্পন্ন। এতে একটি শক্তিশালী ৩x অলিম্পাস অপটিক্যাল এবং উচ্চ রেজুলেশনের নতুন ১২২,০০০ পিক্সেল টিএফটি এলসিডি (লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে রয়েছে, যা ২ এক্স বা ৪ এক্স ম্যাগনেফিকেশন ইন্সপেকশন মোডে পরিষ্কার ছবি ফুটিয়ে তোলে। অলিম্পাসের এই ডিজিটাল ক্যামেরা বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আরও এক ধাপ উপরে।

–মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম